দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 AUG 1980
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

UU 012

উপজেলা পরিক্রমা

মিঠাপুকুর

মিঠাপুকুর (রংপুর), ১০ আগস্ট (সংবাদদাতা)।— রংপুর জেলার বৃহত্তম উপজেলা মিঠাপুকুর। সদর উপজেলার ৬ মাইল পরে ঘাগট নদীর দক্ষিণে এশিয়ান হাইওয়ে দ্বারা পূর্ব-পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত করে এই উপজেলা দক্ষিণে পীরগঞ্জ উপজেলার সীমান্তে শেষ হয়েছে। এর পূর্বে পীরগাছা, পশ্চিমে বদরগঞ্জ উপজেলা এবং দিনাজপুর জেলা। উত্তর-দক্ষিণের দূরত্ব ১২-১৪ মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব প্রায় ২০-২৫ মাইল। এ উপজেলাটি ঐতিহাসিক বহু ঘটনার স্বাক্ষর বহন করছে।

মিঠাপুকুর উপজেলার আয়তন ১৯৯.৯৮ বর্গমাইল। ইউনিয়ন পরিষদ ১৭টি, গ্রাম ৩১০টি, জনসংখ্যা ৩,২৭,০৯৭ জন ('৮৪-৮৫), মোট জমির পরিমাণ ১,২৭,৯৮৭ একর। আবাদী জমির পরিমাণ ৮৯,৯৯০ একর। অনাবাদী জমির পরিমাণ ৩৭,৯৯৭ একর, সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৩০,৬০০ একর।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান, গম, রবিশস্যসহ সবজি উৎপাদিত হয়ে থাকে। অধিকাংশ এলাকায়, ধান, পাট, তামাক, আলুসহ অন্যান্য সবজি প্রভৃতি অর্থকরী ফসল হিসেবে উৎপাদন হয়ে থাকে। জানা যায় যে, এ উপজেলায় ফসল চাষের জন্য উন্নত ব্যবস্থাদি করা হলে শুধুমাত্র বর্তমান আবাদী জমি থেকেই অতিরিক্ত ৫ লাখ টন খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। অপরপক্ষে, এ উপজেলায় গম, তুলা, তামাকসহ আরও প্রচুর পরিমাণে তরিতরকারী উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ শিক্ষার হার। জাতীয় পর্যায়ের আয়ের চেয়ে অনেক কম। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে উপজেলাটি অবহেলিত। উপজেলা কেন্দ্রের ২ মাইলের মধ্যে দুটো কলেজের অবস্থান। অধিক সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয় না থাকার কারণেও উপজেলা কেন্দ্র থেকে দূরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কিছুতেই উন্নতি লাভ করতে পারছে না।

শিল্প

মিঠাপুকুরের কুটির শিল্পের বা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকলেও কোন পৃষ্ঠপোষকতাই সে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি। অতি সম্প্রতি বিসিক শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিক স্থান নির্ধারণে স্টাডি হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

অত্র এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। বিশেষতঃ উপজেলা কেন্দ্র উপজেলার এক পাশে অবস্থিত হবার দরুন এবং পূর্ব, পশ্চিম এবং উত্তরের ইউনিয়নগুলোর গ্রাম থেকে যোগাযোগ নাজুক। কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। কোনো কোনো এলাকার সাথে কেন্দ্রের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। কেবলমাত্র দমদমা চরকাবাড়ী (ভায়া পায়রাবন্দ) সড়কটির ২ মাইল পাকা হলেও এর রক্ষণাবেক্ষণের এবং আরও ৮ মাইল নির্মাণের কোন পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা যায় না। ফলে ২ মাইলের পাকা করার ব্যয় অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সম্ভাব্যতার বিচারে খানেকটা নিরর্থকই হয়েছে।